সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

› ১. সাধু ভাষা সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী । এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়।

› ২. সাধু ভাষার উচ্চারণ গুরুগম্ভীর।

› ৩. সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ ।

› ৪. সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ ।

› ৫. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।

› ৬. সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের সেংস্কৃত শব্দ) প্রয়োগ বেশি ।

› ৭. সাধু ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের অনুপযোগী ।

Scanned with CamScanner

উল্লিখিত পাঠ থেকে বিভিন্ন পদের দৃষ্টান্ত চিহ্নিতকরণঃ

উদ্দীপকের উল্লিখিত অংশটি সাধু রীতিতে রচিত। উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদটিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ক্রিয়াপদ অব্যয় ও তৎসম শব্দ গুলোর দৃষ্টান্ত নিম্নে চিহ্নিত করা হলোঃ

› **সর্বমান ঃ** তাহা

› **ক্রিয়াঃ** পাইলাম, আসিয়া, দিয়া, করিয়া, লইয়াছে।

› **অব্যয়ঃ** সহিত, ইতোমধ্যে

› **তৎসম শব্দঃ** সাক্ষাৎ, ক্ষুদ্র, হৃদয়।

Scanned with CamScanner

সাধু ভাষার যোক্তিকতা ঃ

আমরা জানি সাধু ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয় । অনুচ্ছেদটিতেও সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন -তাহা, আসিয়া, করিয়া ইত্যাদি । সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণাপ রূপ ব্যবহৃত হয় । অনুচ্ছেদটিতে দিয়া অনুসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

এছাড়াও উদ্দীপকের অনুচ্ছেদটিতে কিছু তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন - সাক্ষাৎ, ক্ষুদ, হৃদয়। যেগুলো দেখে আমরা খুব সহজেহ বুঝতে পারি, উদ্দীপকের অনুচ্ছেদটি সাধু ভাষায় লিখিত হয়েছে।

অর্থাও উদ্দীপকের উল্লিখিত অংশটি সাধু রীতিতে রচিত।

উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে তার যোক্তিকতা নিরূপণ করা হলো।

Scanned with CamScanner